দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 8 JAN 1993
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

0 8 JAN 1993
দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি : শিক্ষাবর্ষ ১৯৯২–৯৩

নং-ডি ১৯৭৮ (৬) তাং ০৬-০১-৯৩

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনুষদের স্নাতক কোর্সের প্রথমবর্ষ (শিক্ষাবর্ষ ১৯৯২-৯৩) শ্রেণীসমূহে ভর্তির উদ্দেশ্যে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণেচ্ছু যোগ্য প্রার্থীগণের নিকট থেকে নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহবান করা হচ্ছে।

প্রকৌশল, পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল এবং তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল অনুষদের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা :

১। প্রার্থীকে অবশ্যই জন্মগতভাবে বা নাগরিকত্ব গ্রহণ সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক/স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

২। ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালে যারা উচ্চমাধ্যমিক বা তার সমমানের পরীক্ষায় পাস করেছে তারা নিচের (৩) ও (৪) নং শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবে।

৩। প্রার্থীকে বাংলাদেশের যে-কোন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে কমপক্ষে ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাস অথবা তার সমমানের পরীক্ষায় কমপক্ষে সমতুল্য গ্রেড পেয়ে পাস হতে হবে।

৪। প্রার্থীকে বাংলাদেশের যে-কোন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নে গড়ে কমপক্ষে ৬৫% এবং উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ে আলাদাভাবে কমপক্ষে ৫০% নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস অথবা তার সমমানের পরীক্ষায় উক্ত বিষয়সমূহে কমপক্ষে সমতুল্য গ্রেড পেয়ে পাস হতে হবে।

৫। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নে অথবা সমমানের পরীক্ষায় উক্ত বিষয়সমূহে প্রাপ্ত মোট নম্বরের ভিত্তিতে মেধানুসারে প্রথম তিন হাজার পাঁচ শত প্রার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে, তবে তিন হাজার পাঁচ শততম প্রার্থীর সমান নম্বর প্রাপ্ত সকল প্রার্থীকেই ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে।

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়সমূহ :

১৯৯২ সালে বাংলাদেশ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ কর্তৃক পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নে যে পাঠ্যসূচী ছিল প্রধানত তার উপর ভিত্তি করে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে। প্রার্থীর উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য উক্ত বিষয়সমূহের উপর বিভিন্ন ধরনের মৌলিক প্রশ্নাদিও দেয়া হতে পারে।

আসন সংখ্যা :

প্রকৌশল, পুরকৌশল, যন্ত্রকৌশল এবং তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল অনুষদে বি. এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রীর জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য এলাকার উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৩টি সংরক্ষিত আসনসহ সর্বমোট ৫১০টি আসন আছে। উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা এবং উপজাতীয় হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ যে কলেজ হতে পাস করেছে তার অধ্যক্ষ বা কোন প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার বা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট থেকে সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে এবং দরখাস্তে উল্লেখ করতে হবে। সংরক্ষিত আসনের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রেও ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নিম্নতম যোগ্যতা থাকতে হবে। উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রার্থীদের আলাদা কোন ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে না।

স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা :

১। প্রার্থীকে অবশ্যই জন্মগতভাবে বা নাগরিকত্ব গ্রহণে বাংলাদেশের নাগরিক/স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

২। ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালে যারা উচ্চমাধ্যমিক বা তার সমমানের পরীক্ষায় পাস করেছে তারা নিচের (৩) ও (৪) নং শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবে।

৩। প্রার্থীকে বাংলাদেশের যে-কোন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে অতিরিক্ত বিষয়ের নম্বর বাদে কমপক্ষে ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাস অথবা তার সমমানের পরীক্ষায় সমতুল্য গ্রেড পেয়ে পাস হতে হবে।

৪। প্রার্থীকে বাংলাদেশের যে-কোন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড থেকে গণিতে ন্যূনতম ৪৫% নম্বরসহ উচ্চমাধ্যমিক বা তার সমমানের পরীক্ষায় অতিরিক্ত বিষয়ের নম্বর বাদে কমপক্ষে ৫০% নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

৫। উচ্চমাধ্যমিক বা তার সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে (অতিরিক্ত বিষয়ের নম্বর বাদে) মেধানুসারে প্রথম তিন হাজার প্রার্থীকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে। তবে তিন হাজারতম প্রার্থীর সমান নম্বরপ্রাপ্ত সকল প্রার্থীকেই ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে।

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়বস্তু :

গণিত, সাধারণজ্ঞান ও বিজ্ঞান, ডিজাইন ও মুক্তহস্তে অঙ্কন ও লিখিত আলোচনা বিষয়ে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

আসন সংখ্যা :

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য এলাকার উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১টি সংরক্ষিত আসনসহ সর্বমোট ৫০টি আসন আছে। উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের স্থায়ী বাসিন্দা এবং উপজাতীয় হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ যে কলেজ হতে পাস করেছে তার অধ্যক্ষ বা কোন প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার বা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট থেকে সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে এবং দরখাস্তে উল্লেখ করতে হবে। সংরক্ষিত আসনের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নিম্নতম যোগ্যতা থাকতে হবে। উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রার্থীদের আলাদা কোন ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হবে না।

দরখাস্ত গ্রহণ, ভর্তি পরীক্ষা ইত্যাদির তারিখ ও সময়সূচী

(সকল অনুষদের জন্য প্রযোজ্য)

	দরখাস্ত গ্রহণ, ভর্তি পরীক্ষা ইত্যাদি তারিখ ও সময়সূচী	ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগসমূহ	স্থাপত্য বিভাগ
ক)	ভর্তির আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকে রেজিস্ট্রারের নিকট পৌছানোর শেষ তারিখ :	বৃহস্পতিবার ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৯৩ ইং বিকাল ৩-৩০ মিঃ	বৃহস্পতিবার ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৯৩ইং বিকাল ৩-৩০ মিঃ
খ)	ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা :	বৃহস্পতিবার ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ ইং	বৃহস্পতিবার ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ ইং
গ)	ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময় :	বুধবার ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ ইং সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা।	বৃহস্পতিবার ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ ইং সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা (উভয় অংশ)
ঘ)	ভর্তির জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের নামের তালিকা ঘোষণা :	রবিবার ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ ইং	রবিবার ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ ইং

দরখাস্ত করার নিয়ম

(সকল অনুষদের জন্য প্রযোজ্য)

রেজিস্ট্রার অফিস হতে নগদ দুই শত টাকা প্রদান করে দরখাস্ত ফরম ও ভর্তি পরীক্ষার নিয়মাবলী সরাসরি সংগ্রহ করা যাবে অথবা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে অফেরৎযোগ্য দুই শত টাকার পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট ঢাকা শহরস্থ সোনালী ব্যাংকের যে-কোন শাখার উপর প্রদত্ত নিজ ঠিকানাসহ দশ টাকার ডাকটিকিট সম্বলিত ২৫৫*১১৫ মি. মি. বা ১০*৪$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি সাইজের খাম পাঠালে দরখাস্ত ফরম ও ভর্তি সংক্রান্ত নিয়মাবলী বই ডাকযোগে পাঠান হবে।

স্থাপত্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ভর্তি ফরম ভিন্ন। সেই কারণে পত্র মারফত সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ভর্তি ফরমের কথা লিখিতভাবে উল্লেখ করতে হবে।

পি-২৫/৯৩

রেজিস্ট্রার।